মা দুর্গা এবার আসছেন অস্ট্রেলিয়া

আশীষ বাবলু

পূজোর আগে শুধু আমাদের এখানেই সাজো সাজো রব ওঠে তা কিন্তু নয়। যেখানে মা-দুর্গা থাকেন অর্থাৎ স্বর্গে, সেখানেও তা'র সংসারে একই অবস্থা। সংসার খানাতো খুব একটা ছোট নয়। দুটো মেয়ে, লক্ষী আর সরস্বতী, দুটো ছেলে কার্তিক আর গণেশ। হেড অফ দ্যা ফ্যামিলি শিব আর তা'র স্ত্রী পার্বতী যাকে আমরা বলি দুর্গা। কাজের ছেলে শক্ত সামর্থ্য অসুর এবং গৃহপালিত পশু-পাখীর সংখ্যাও কম নয়! হাঁস, ময়ূর, ইঁদুর, ষাড়, সিংহ আর বেশ কয়েকখানা সাপ।

এদের সবাইকে নিয়ে বছরে একবার বাংলায় বাপের বাড়ী আসা চাট্টিখানি কথা নয়। এই হলিডেটুকুর জন্য ছেলে মেয়ে গুলো সারা বছর অপেক্ষায় থাকে। সেদিন কার্তিকের বাবাই শরীরের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে প্রস্তাবটা রাখলো। 'পৃথিবীতে যখন যাচ্ছো এবার নাহয় অস্ট্রেলিয়াটা ঘুরে এসো'। মেয়ে সরস্বতী সেতো সেই অপেক্ষায়ই ছিল,- 'বাবা খুব ভাল কথা বলেছ, সেখানে হলিডেও হবে, আমার কিছু অফিসিয়াল কাজও হবে। প্রচুর স্টুডেন্ট যাচ্ছে এখন সে দেশে, ওরা কেমন আছে একটু নিজের চোখে দেখে আসতে চাই।' কার্তিক পাশেই ছিল, সে ঘাড় কাত করে বলল,- ' আমিতো এমনিতেই ঠিক করেছিলাম এবার মায়ের সাথে মামা বাড়ি যাবনা। কি নোংরারে বাবা! গতবার কি হয়েছিল মনে নেই ? গণেশের হাপির টান আর আমার ডিসেন্ট্রি, যা খাচ্ছিলাম তাই লিকুইড হয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছিল। আর গণেশের শ্বাস নিতে কি কষ্ট ! এমনিতেই বেচারার নাকে একটা মাত্র ফুটো !'

স্বর্গের সব দেবদেবীরাই অপেক্ষায় থাকে কখন একটু পৃথিবীতে বেড়াতে যাবে। সেখানে একটু আদর যত্ন আর মানুষের ভালবাসা পাবে। মানুষের ভালবাসা পেতে সব দেবদেবীরই মন কাঁদে। ইদানীং একটা চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে পৃথিবীতে সাধু, সন্ন্যাসী, ফকীর, মহারাজ, বাবাজীরা জমজমাট আসর বসিয়েছে। দেবতাদের ফেলে তাদের নিয়েই মানুষেরা আজকাল ভক্তিতে গদ গদ। দেবদেবীদের প্রসাদে দেওয়া হচ্ছে শসা, বাতাসা, কলা। আর বাবাজীদের ভোগ দেওয়া হচ্ছে ফ্রাইড রাইস, নবরত্ন কোর্মা, আলু টিকিয়া। খুবই চিন্তার কথা। সেদিন স্বর্গে একটা জরুরী মিটিং ডাকা হয়েছিল, পৃথিবীতে দেবদেবীদের পাবলিসিটি ঠিকমতো হচ্ছেনা। গণেশই প্রস্তাব রাখল যে প্রত্যেক দেবদেবীর নামে একটা ফেসবুক একাউন্ট করা দরকার। কয়েকজন ভাল দেখে ইভেন্ট ম্যানেজার নিয়োগ করতে হবে। আমার ছেলে বলে বলছিনা, গণেশটার মাথায় বৈষয়িক বুদ্ধির জবাব নেই।

স্বর্গে শুধু বসে থেকে থেকে প্রত্যেক দেবদেবীর শরীরে আর্থরাইটিস্, বাতের ব্যথা, কোমরের ব্যথা মহামারির আকার ধারণ করেছে। হবেনা কেন ? স্বর্গে দুঃখ নেই, দুর্দশা নেই, দুশ্চিন্তা নেই, অনিশ্চয়তা নেই, মিথ্যা নেই, মৃত্যু নেই। কারো চাকুরী হারাবার ভয় নেই, ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি নেই, ইনকাম-ট্যাক্স নেই, এমনকি স্বর্গের বাগানে আগাছাও নেই। যা আছে তা হচ্ছে শুধু অবসর আর অবসর। খুব বেশী অবসর থাকলে কী হয় ? গসিপ, পরনিন্দা, পরচর্চা।

সত্যি-কথা বলতেকি তাই হচ্ছে এখন স্বর্গে। কার্তিক এখনো বিয়ে করেনি কেন ? সে এখন ইন্দ্রের মেয়ে দেবসেনার সাথে লিভ-টুগেদার করছে কার্তিকের মা কি দেখেনা ? না আমি দেখিনা, দেখতে চাইওনা।

ছেলে বড় হয়েছে, ওর পার্সোনাল ব্যাপারে আমি নাক গলাতে চাইনা। সরস্বতী হিন্দি গান গায় কেন ? ওর ক্ষমতা আজে গাইছে। তোমার শুনতে ইচ্ছে না করলে কান বন্ধ করে রাখো।

স্বর্গে চারজন দেবতাদের একটু স্পেশাল পজিশন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কার্তিকের বাবা শিব, আর গণেশ। ওদের মধ্যে তা'নিয়েও কত হিংসা। একই ফ্যামিলিতে দুইজন স্পেশাল পজিশন পায় কি করে ? আমি কত করে বলি, গণেশের পজিশন অনেকটা অস্ট্রেলিয়ার গভর্নরের মত। ফার্স্ট অ্যামং ইকুয়াল। লিস্টে উপড়ে রয়েছে মাত্র, তবে কাজ হচ্ছে ফিতে কাটা। আর কার্তিকের বাবা শিব, উনিতো মিনিস্টার উইদ্যাউট পোর্টফলিও। ওদের নিয়ে এত আলোচনা কেন ?

এইতো কার্তিকের বাবা মাদুর বিছিয়ে ভোঁস ভোঁস করে নাক ডেকে ঘুমচ্ছেন। আমার আত্মভোলা সদানন্দ স্বামী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কিছুতেই খেয়াল নেই। এই মুখখানার দিকে তাকিয়ে কী কেউ রাগ করতে পারে ? সারা মাথায় জট, কিছুতেই চুল আচড়াবেননা । জট-ওয়ালা মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে পার্বতীর কত কথাই যে মনে পড়ছে। আমিতো রাজকন্যা ছিলাম অথচ এই উদাসী ভবঘুরে মানুষটাকে মন দিয়ে বসলাম। আর্থিক কষ্ট এই সংসারে লেগেই আছে। এত বড় দেবতা হয়েও ভিখারি। কোনো কিছুতেই খেয়াল নেই। তার বাহনটা একটা বুড়ো ষাড়, পেছনের বারান্দায় দাড়িয়ে দাড়িয়ে শুধু ঝিমোয়। তবু বলতে দ্বিধা নেই, এ সংসারে এসে আমি এতটুকু অখুশি নই। এতগুলো বছর ধরে সংসার করছি, একটি বারের জন্যও মানুষটা আমাকে উঁচু গলায় একটা কথা বলেনি। পুরনো দিনের কত কথা মনে পরে। প্রথম দেখার সেই দিনটা ! গলায় একটা সাপ জড়িয়ে নৃত্য করছিলেন। প্রথম ভাবলাম একটা পাগল, পরে নাচ থামিয়ে ঐ উদাসী নীল চোখে যখন আমার দিকে তাকালেন আমার যে কি হয়ে গেল। আজকালকার নভেলে যাকে বলে প্রথম দেখায় প্রেম।

আমার মা যাকে সবাই মেনকা বলে জানে, সে ওকে দেখে আমাকে বলেছিলেন যদি তুমি এই ছেলকে বিয়ে কর তবে তোমাকে আমি গলাটিপে মেরে জলে ভাসাবো। আর আমার বাবা হিমালয় যেদিন ওকে প্রথম দেখলেন রেগে আগুন, বলেছিলেন, আমার মেয়ের দিকে তাকালে ঘুসি মেরে তোমার লেংটি খুলে নেবো। সেই সব দিন কি দুর্যোগের দিনইনা ছিল। তবে বাবা আমাকে খুবই বেশী ভালবাসতেন। অনেক কান্নাকাটির পর বাবার রাগ একটু কমেছিল। একদিন বললেন যাও শিবুকে ভদ্রভাবে একদিন বাসায় আসতে বল, আমার কিছু প্রশ্ন করার আছে। এসেছিলেন সাবান দিয়ে স্নান করে, নতুন বাঘের ছাল পরে। ভাগ্যিস ওর সাথে এসেছিলেন ব্রহ্মা । পর্দার আড়ালে দাড়িয়ে শুনছিলাম বাবার শক্ত শক্ত প্রশ্ন।

- তা শিব বাবাজীর গোত্র কি ?
- জানিনা।
- কি করা হয় ?
- বেকার।
- গান বাজনা জানো ?
- গান জানিনা, তবে বাজনা বাজাতে জানি।
- কি বাজনা ?
- ডুগডুগি।
- বয়স কত ?
- আপনার মেয়ের চাইতে বছর কুড়ি বড়।
- ফিজিক্যাল ফিটনেসের জন্য কিছু কর ?
- হ্যাঁ, ডান্স করি।

- কোনো খেলাধুলা ?
- পাশা খেলি।
- পড়াশুনা কতদূর ?
- ইশকুলে যাওয়া হয়নি।
- মাথা গোজার ঘরদোর আছে ?
- না।
- বন্ধু বান্ধব ?
- নন্দী আর ভৃঙ্গী।
- বাপ ঠাকুরদার পরিচয় কি ?

সব প্রশ্নের উত্তর চটপট দিচ্ছিলেন, কিন্তু এই প্রশ্নটা শুনে নীল মুখ লাল হয়ে গেল। পিতৃ পরিচয় থাকলেতো বলবে ? বাপ ঠাকুরদার নামতো আর বানিয়ে বলা যায়না ! ব্রহ্মাতো এতক্ষণ চুপকরে ছিলেন, এবার মুখ খুললেন। তিনি বলে উঠলেন ওর প্রপিতামহের নাম 'বৈদকণ্ঠ', পিতামহের নাম 'উগ্রকণ্ঠ', পিতার নাম 'শ্রীকণ্ঠ', আর ওর ভাল নাম 'নীলকণ্ঠ'।
এখনও সে কথা ভাবলে হাসি পায়, এমন নামে ওর সাত কূলেও কেউ ছিলনা। সবই কার্তিকের বাবার নিজের নাম।

কোথা থেকে কার্তিক খবর নিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার ভিসা পেতে অসুবিধা হবেনা। ভিসা ফর্মালিটিতে দুটো শর্ত জুড়ে দিয়েছে, গলাকাটা মহিষকে ডিসপ্লে করা যাবেনা, অ্যানিম্যাল রাইটস্ এর লোকের হৈ চৈ করবে। আর অসুরের জন্য একজন গ্যারেন্টার চাই, অসুর স্বর্গে থাকলেও সেটাতো ওর আসল ঠিকানা নয়। ওর ফোর-ফাদার শ্রীলংকার লোক, ওদের ভয় ও রিফিউজি হয়ে থেকে যেতে পারে।

ওদিকে অসুর বাবাজীবনের অস্ট্রেলিয়া যাবার ব্যাপারে খুবই উৎসাহ। সকাল বিকেল আয়নার সামনে দাড়িয়ে বাইসেফ, ট্রাইসেফ দেখছে। ওখানে সিক্সপ্যাকওয়ালাদের খুবই কদর। একটা ব্রেকফাস্ট বিজ্ঞাপনের অফার নাকি পেয়েছে। এই বিজ্ঞাপনের কথা মনে হলে পার্বতীর খুব রাগ হয়। গতবছর কি বিশ্রী অভিজ্ঞতা হয়েছে ! কি করে বোঝাই আমরা হচ্ছি দেবদেবী, বিজ্ঞাপনের মডেল নই। আমার শাড়ি সাপ্লাই কোন দোকান করেছে। হেয়ার স্টাইল কোন পার্লার করেছে। লক্ষীর বাজুবন্ধটা দেখ! দুর্গার সীতাহারটা দেখ! দারুণ। এটাও স্পন্সর ! সরস্বতীর রং কোন ফেয়ারনেস ক্রিমে ফর্সা হয়েছে । লক্ষীর লাল-টুকটুকে ঠোঁট অমুক জর্দার কল্যাণে। কার্তিকের পায়ে নাইকি। সবচাইতে খারাপ অসুরের জাঙ্গিয়াতে লিখেছে, মজবুত উন্নতমানের ইলাস্টিক, ৪০% ছাড়। লজ্জা লজ্জা...।

সবার অস্ট্রেলিয়া যাবার উৎসাহ দেখে পার্বতীর বেশ ভালই লাগছিল। বাপের বাড়িতো আর আগের মতো নেই, মানুষজন বদলে গেছে। দেবতাদের সমিহ করা দূরে থাক একটু সম্মানও দেখায় না। গণেশকে বলবে 'গোবর গণেশ'। কার্তিককে বলবে 'কেলো কার্তিক'। আমাকে বলবে 'উড়ন চণ্ডী'। দজ্জাল মহিলাদের এই নামে ডাকা হয়। ওদের কে বোঝাবে 'চণ্ডী' কথাটাতো চণ্ডাল থেকে আসেনি, চাঁদের জোৎস্না, সেই চন্দ্রিমা থেকে চণ্ডিকা।

কার্তিক তার অস্ট্রেলিয়ার শপিং লিস্ট বানাচ্ছে। একটা আকুব্রা হ্যাট কিনবে আর ল্যাম্ব উলের সোয়েটার। আমি বুঝিনা সোয়েটারটা দিয়ে কি করবে ? স্বর্গেতো চির বসন্ত, গরম জামা কখন গায়ে দেবে! মেয়ে লক্ষী ঠিক করেছে অস্ট্রেলিয়ান প্লাস্টিক সার্জন দিয়ে ঠোটটাকে প্রিয়াঙ্কা চোপরার মত লিফট করাবে। আর চোখটাকে যদি এ্যাডজাষ্ট করা যায়। লক্ষিতারা এই অপবাদটা আর কতদিন সইবে!

কোথা থেকে গণেশ ছুটে এসে পার্বতীর গলা জড়িয়ে ফিসফিস করে বলল ‘মা শুনে এলাম অষ্ট্রিয়ায় পাড়ায় পাড়ায় বিয়ার বিক্রি হয়। জুয়া খেলা ওদের ন্যাশনাল স্পোর্টস । দেশের জনসংখ্যার চাইতে বেশী পোকার মেশিন। আর সেখানকার মানুষেরা বাবার মত খালি গায়ে থাকতে ভালবাসে। সেখানে সবই বাবার পছন্দের জিনিস। বাবা গেলে কাছা খুলে নৃত্য করবে।’
শিব শুয়ে থাকলেও ঘুমচ্ছিলেন না, পুত্রের ঐ কথা শুনে লাফদিয়ে উঠে গণেশের একটা কান ধরলেন, ‘কি বলছিলি বাবার পছন্দের জিনিস, বাবা কাছা খুলে নৃত্য করবে ? বাবাকে কখনো দেখেছিস ধুতি পরতে, যে কাছা খুল নৃত্য করবে ?’ বাবার হাত থেকে কান বাঁচিয়ে গণেশ ছুটে পালালো।

এবার শিবের কানের কাছে মুখ এনে পার্বতী বলল, ‘এই, চলনা আমার সাথে, এবারতো আমার বাপের বাড়ী যাচ্ছিনা, যাচ্ছি অস্ট্রেলিয়া। তোমাকে ছেড়ে একা একা কোথায়ও একদম ভাল লাগেনা। সব সময় মনটা খালি খালি লাগে।’ পার্বতীকে কাছে টেনে শিব বললেন, ‘ স্বর্গেতো এমনিতেই আমার বদনাম আমি স্ত্রীর আচলে আচলে থাকি। তুমিকি চাও পৃথিবীর মানুষেরাও আমাকে সেই অপবাদ দিক।’
এই কথার পর আর কিছু কি বলার থাকে ?

ashisbablu13@yahoo.com.au